Sab Say Aakhri Nabi ﷺ

ﷺ

সর্বশেষ নবী

- আকিদায়ে খতমে নবুয়তের গুরুত্ব
- মিথ্যাবাদি নবী থেকে মুজিযা চাওয়া কেমন?
- এক গায়েবী বুযুর্গের অবাক ঘটনা
- খতমে নবুয়তের ব্যাপারে ৪০টি দলীল
- মাওলা আলী رضی اللہ عنہ এর মহত্বপূর্ণ শের

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে **মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউসে **তোমার সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি বানাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খেতাব, ৫/২৭৭, হাদীস ৮১৭৫)

হযরত জিব্রাঈল সালাম বলেন (ঘটনা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিব্রাঈল উপস্থিত হয়ে আমাকে এভাবে সালাম করলো:

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَاطِنُ. আমি বললাম: হে জিব্রাঈল! এই গুণাবলী তো **আল্লাহ পাকের**, কেননা এটি **তাঁরই** উপযুক্ত, আমার মতো সৃষ্টির কিভাবে হতে পারে? জিব্রাঈল আরয করলো: **আল্লাহ পাক** আপনাকে এই গুণাবলী দ্বারা ফযীলত দিয়েছেন এবং সকল আম্বিয়া ও মুরসালিন (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর উপর তা দ্বারা বিশেষত্ব দান করেছেন আর নিজের নাম ও গুণ দ্বারা আপনার নাম ও গুণ বের করেছেন। **আল্লাহ পাক** আপনার নাম **"আউয়াল"** রেখেছেন, কেননা আপনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের পূর্বে সৃষ্ট হিসেবে আউয়াল তথা প্রথম এবং আপনার নাম **"আখির"** রেখেছেন, কেননা সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের যুগের শেষে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন আর আপনি **শেষ উম্মতের শেষ নবী**। **আল্লাহ পাক** আপনার নাম **"বাতিন"** রেখেছেন, কেননা **আল্লাহ পাক** নিজের নামের সাথে আপনার নাম সোনালী নূর দ্বারা আরশের পায়ায় হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্মের দুই হাজার বছর পূর্বে সর্বদার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অতঃপর আমাকে আপনার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন, তো আমি আপনার প্রতি হাজার বছর দরূদ এবং হাজার বছর

www.dawateislami.net

সালাম প্রেরণ করি, এক পর্যায়ে **আল্লাহ পাক** আপনাকে সুসংবাদ এবং ভয় শুনাতেন আর **আল্লাহ**র দিকে তাঁর আদেশে আহ্বান করতো এবং চমকে দেয়ার মতো সূর্য বানিয়ে প্রেরণ করে আর **আল্লাহ পাক** আপনার নাম **"জাহির"** রেখেছেন, কেননা **তিনি** আপনাকে সমস্ত দ্বীনের উপর আধিপত্য (Supremacy) দান করেছেন এবং আপনার শরীয়ত ও ফযীলতকে সমস্ত জমিন ও আসমানবাসীদের উপর প্রকাশ করলেন তখন এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলো না, যে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেনি, **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দরূদ (অর্থাৎ রহমত) প্রেরণ করেন। ব্যস আপনার **প্রতিপালক** হলেন **মাহমুদ** (অর্থাৎ প্রশংসা করা হয়েছে) আর আপনি হলেন **"মুহাম্মদ"** (অর্থাৎ প্রশংসিত), আপনার **প্রতিপালক** হলেন **"আউয়াল ও আখির, জাহির ও বাতিন"** আর আপনিও (আপনার **প্রতিপালকে**র দানক্রমে) **"আউয়াল ও আখির, জাহির ও বাতিন।"** (একথা শুনে) **আল্লাহ পাকে**র **প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সকল প্রশংসা **তাঁরই** জন্য, **যিনি** আমাকে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) উপর ফযীলত দান করেছেন, এমনকি আমার নাম

www.dawateislami.net

ও গুণে (ও সবার উপর ফযীলত দিয়েছেন)।

(শরহুশ শিফা লিল কারী, ১/৫১৫। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৬৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সর্বশেষ নবীর উম্মত

হে সর্বশেষ নবীর আশিকগণ! আমরা গুনাহগারদের উপর **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, **তিনি** আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত বানিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত রাসূল ও নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ট আর **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** দয়ায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **তাঁর** উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ট।

সারে রাসূলোঁ সে তুম বরতর, তুম সারে নবীউঁ কে সরওয়ার
সবচে বেহতর উম্মত ওয়ালে, সাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াসাল্লাম

(সামানে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুরুত্বপূর্ণ ফরয

হে আশিকানে রাসূল! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** হিসেবে মানা দ্বীনের মৌলিক

www.dawateislami.net

বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত, যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে বা এতে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলো, অর্থাৎ কাফের ও মুরতাদ। **আল্লাহ পাক** ২২তম পারায় সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۴۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন; হ্যাঁ, **আল্লাহ**র রাসূল এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ আর **আল্লাহ** সবকিছু জানেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফানে"** আয়াতের এই অংশ "وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ" এর তাফসীরে লিখেন: অর্থাৎ **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন **সর্বশেষ নবী**, কেননা এখন **তাঁর** পর কোন নবী আসবে না এবং নবুয়তের ধারা **তাঁর** উপরই সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং **তাঁর** নবুয়তের পর কেউ নবুয়ত পেতেই পারেনা, এমনকি যখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام

www.dawateislami.net

অবতরণ করবেন, তখন যদিও তিনি নবুয়ত পূর্বে পেয়েছিলেন, কিন্তু অবতরণের পর তিনি শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার উপর আমলকারী হবেন এবং এই শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দেবেন ও **তাঁরই** কিবলা অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে নামায পড়বেন, (মনে রাখবেন!) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বশেষ নবী হওয়া নিশ্চিত (আর এই নিশ্চিত হওয়াটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত), কুরআনে মজীদে স্পষ্ট আয়াতও বিদ্যমান এবং হাদীসে তাওয়াতির[১] এর পর্যায়ে পৌঁছেছে এমন সব দ্বারা প্রমাণিত যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সর্বশেষ নবী** এবং **তাঁর** পরে কেউ নবী হবে না। যে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের পর অন্য কারো নবুয়ত পাওয়া সম্ভব জানবে, সে খতমে নবুয়তকে অস্বীকারকারী, কাফির ও ইসলাম থেকে বহির্ভূত।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৭৬৩ পৃষ্ঠা। সীরাতুল জিনান, ৮/৪৭)

১. **হাদীসে মুতাওয়াতির:** এমন হাদীস, যার বর্ণনাকারী সকল যুগে এতবেশি হয় যে, তাঁদের মিথ্যার (অর্থাৎ ঘটনার বিপরীত কথা) উপর একমত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব। (মুন্তাখাব হাদীসে, ২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খাতাম এর উদ্দেশ্য

আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**খাতাম**" খতম থেকে নির্গত, আর খতম এর অর্থ হলো মোহর (STAMP) এবং **শেষ**, বরং মোহরকেও খাতাম এই কারণে বলা হয় যে, তা বিষয়বস্তুর শেষে লাগানো হয়ে থাকে অথবা যখন কোন থলের উপর মোহর (STAMP) লেগে যায় তখন আর কোন জিনিস বাইরে থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাহির করা যায় না, অনুরূপভাবে এই শেষ মোহর লেগে গেছে, নবুয়তের বাগানের শেষ ফুল ফুটে গেছে, স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতামুন নবীয়্যিন এর অর্থ বর্ণনা করেন যে, لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ আমার পর কোন নবী নেই। (শানে হাবিবুর রহমান, ১৭১ পৃষ্ঠা)

বাদ আপ কে হারগিয না আয়েগা নবী নয়া
ওয়াল্লাহ! ঈমাঁ হে মেরা, এ্যয় আখিরী নবী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

প্রাণীরাও আখিরী নবী মানে (ঘটনা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, বনী সুলাইম গোত্রের এক আরাবী (অর্থাৎ আরবের গ্রামে বসবাসকারী) **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না, যতোক্ষণ আমার এই "সাক্ষী" আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে না। এই বলে সে সাক্ষী (অর্থাৎ গিরগিটির সাথে সামঞ্জস্য সেই প্রাণী) কে **তাঁর** সামনে রাখলো। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাক্ষীকে ডাকলে তখন সে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْك (অর্থাৎ আমি উপস্থিত এবং আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত) এতো জোড়ে বললো যে, সকল উপস্থিতিরা শুনলো। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার উপাস্য (অর্থাৎ ইবাদতের উপযুক্ত) কে? সাক্ষী উত্তর দিলো: আমার উপাস্য হলো সেই, **যাঁর** আরশ আসমানে এবং **তাঁরই** বাদশাহী জমিনে, **তাঁর** রহমত জান্নাতে এবং **তাঁর** আযাব জাহান্নামে। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে সাক্ষী! এবার বলো যে, আমি কে? সাক্ষী উচ্চস্বরে বললো: اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ،

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আপনি **আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল** এবং **সর্বশেষ নবী**। যে আপনাকে সত্য মেনেছে, সে সফল হয়ে গেছে আর যে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, সে বিফল হয়ে গেলো। এটা দেখে আরাবী এতোবেশি প্রভাবিত হলো যে, সাথে সাথেই কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো।

(মু'জামু আওসাত, ৪/২৮৩, হাদীস ৫৯৯৬)

এ্যয় বালা! বে খিরাদী কুফফার, রাখতে হে এ্যয়সে কে হক মে ইনকার
কেহ গোয়াহী হো গর উস কো দরকার, বে যবাঁ বোল উঠা করতে হে

(হাদায়িকে বখশিশ)

শব্দার্থ: বালা - মুসিবত, বে খিরাদী - বোকামী, দরকার - প্রয়োজন।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অস্বীকারকারীরা কিরূপ বোকা ও মূর্খ, অথচ যদি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সত্য ও সর্বশেষ নবী হওয়ার সাক্ষী দিতে চাইলে তবে নির্বাক প্রাণীরাও সাক্ষী দেয়ার জন্য কথা বলে উঠে।

www.dawateislami.net

আকীদায়ে খতমে নবুয়তের গুরুত্ব

হে সর্বশেষ নবীর আশিকগণ! আকীদায়ে খতমে নবুয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য এটা মান্য করা যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন **সর্বশেষ নবী**। **আল্লাহ পাক রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তায় নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ করে দিয়েছেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসতে পারে না। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আগমনে আকীদায়ে খতমে নবুয়তের উপর কোনরূপ প্রভাব পড়বে না, কেননা খাতামুন নবীয়্যিন এর অর্থ হলো যে, **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মপ্রকাশের পর কেউ নবুয়ত পাবে না, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পূর্বেকার নবী, তিনি নবী হিসেবে তাঁর শরীয়তের প্রচারের জন্য আসবেন না বরং **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়তের উপরই আমল করবেন। যেনো তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হওয়ার ভিত্তিতে আসবেন। (তাফসীরে নাসফী, ৯৪৩ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! কোন নবীর নবুয়ত পাওয়ার পর তাঁর থেকে নবুয়ত

www.dawateislami.net

শেষ হবে না বরং সর্বদার জন্য তাঁর নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া"** ২৯তম খন্ডের ১১০-১১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "কোন রাসূল রিসালত থেকে পদচ্যুত (অর্থাৎ বরখাস্ত) হয়না, না হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام রিসালত থেকে বরখাস্ত হবেন, না রাসূলের উম্মত হওয়া রিসালতের পরিপন্থি।" (ফতোয়ায়ে রযবীয়া) আকীদায়ে খতমে নবুয়তের মর্যাদা এটাই, যা আকীদায়ে তৌহিদের অর্থাৎ উভয়ই দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। অতএব মুসলমানের জন্য যেরূপ **আল্লাহ পাককে** এক মান্য করা জরুরী, তেমনিই **তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **সর্বশেষ নবী** মান্য করাও জরুরী।

কোন দলীল চাওয়া হবে না

হযরত ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যে ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর নবী আসার দাবী করবে তবে তাদের থেকে কোনরূপ দলীল চাইবে না বরং তাকে (সেই ব্যক্তির আকীদা) অস্বীকার করা হবে, কেননা **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ অর্থাৎ আমার পর কোন নবী নেই।

(তাবিলাতে আহলে সুন্নাত, ৮/৩৯৬)

মিথ্যাবাদী নবী থেকে মুজিযা চাওয়া কেমন?

"মলফুযাতে আলা হযরত" এর ১৩৪ পৃষ্ঠা থেকে প্রশ্নোত্তর শুনুন: **প্রশ্ন:** মিথ্যুক নবী দাবীকারী থেকে কি মুজিযা চাওয়া যাবে? **উত্তর:** যদি মিথ্যুক নবী দাবীকারী থেকে এই খেয়ালে যে, তার মুজিযা (অর্থাৎ বিফলতা ও হার) প্রকাশ হোক, মুজিযা চাওয়াতে সমস্যা নাই আর যদি যাচাই করার জন্য মুজিযা চাওয়া হয় যে, সে কি মুজিযা দেখাতে পারবে নাকি পারবে না, তবে সাথে সাথেই কাফের হয়ে গেলো।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ২/২৬৩)

لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসে মুতাওয়াতির "لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ" অর্থাৎ "আমার পর কোন নবী নেই" দ্বারা সকল মরহুম (অর্থাৎ ঐ উম্মত যার উপর **আল্লাহ**র রহমত হোক) উম্মতরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই সর্বদা এই অর্থই বুঝেছে যে, **রাসূলে পাক**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাউকে বিশেষ ভাবে নয় সকল আম্বিয়াদের মধ্যে **সর্বশেষ নবী, প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে বা **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পর কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত কারো নবুয়ত প্রাপ্তি অসম্ভব। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৩৩)

সব আম্বিয়া কে হো তুমহে সরদার লাজারাম
তুম সা নেহী হে দোসরা, এ্যয় আখিরী নবী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা না করার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান বরং অমূল্য জিনিস হলো তার ঈমান, **আল্লাহ পাকের** রহমতে যার ঈমানের দৌলত অর্জিত হয়, সে সম্পদের দিক দিয়ে যদিও গরীব হয় কিন্তু ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি, শতকোটি পতি ব্যক্তির চেয়েও বেশি সম্পদশালী আর ইসলামের দৌলত থেকে বঞ্চিত সম্পদশালী আসলে নিঃস্ব ও গরীব এবং مَعَاذَ الله ثُمَّ مَعَاذَ الله এই অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকবে। সকল মুসলমানের উচিৎ যে, সর্বদা ঈমানের নিরাপত্তা এবং

www.dawateislami.net

কল্যাণময় পরিণতির জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে থাকা। এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে যেখানে নেকী করাতে সীমাহীন অলসতা এসে গেছে, সেখানে ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তাও অনেকাংশে কম দেখা যায়, প্রতিদিনই নিত্য নতুন ফিতনা বিভিন্নভাবে মুসলমানের ঈমানকে ফাঁপা করাতে ব্যস্ত রয়েছে, ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা খুবই জরুরী, সারা জীবন নেকীতে অতিবাহিত করলো, কিন্তু আল্লাহ না করুন শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হলো না, তবে সর্বদার জন্য দোযখে থাকতে হবে। **সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم۔ অর্থাৎ অর্থাৎ "আমল নির্ভর করে শেষ পরিণতির উপর।" (বুখারী, ৪/২৭৪, হাদীস ৬৬০৭)

আত্তার হে ঈমাঁ কি হেফাযত কা সোয়ালী
খালি নেহী জায়েগা ইয়ে দরবারে নবী সে

ঈমানের চিন্তা না করা উদ্বেগজনক

উদ্বেগ এবং প্রবল উদ্বেগের বিষয় হলো এটাই, যেভাবে দুনিয়াবী সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীনতা তা নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে যায়, এর চেয়েও বেশি কঠিন ব্যাপার

www.dawateislami.net

হলো ঈমানের। "মলফুযাতে আলা হযরত" এর ৪৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ওলামায়ে কিরাম বলেন: "যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।"

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরী আতা সে
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

সকালে মুমিন তো সন্ধ্যায় কাফের

সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ফিতনার পূর্বে নেক আমলের ধারাবাহিকতায় তাড়াতাড়ি করো! যা অন্ধকার রাতের অংশের মতো হবে। এক লোক সকালে মুমিন হবে আর সন্ধ্যায় কাফের হবে এবং সন্ধ্যায় মুমিন হবে আর সকালে কাফের হবে। তাছাড়া নিজের দ্বীনকে দুনিয়াবী সাজ-সরঞ্জামের পরিবর্তে বিক্রি করে দিবো।" (মুসলিম, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায়

www.dawateislami.net

বলেন: এই হাদীসে পাকে নেক আমল তাড়াতাড়ি করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, এর পূর্বে বান্দা, সেই নেককাজ করতে পারলো না আর ঐ নিয়মিত ফিতনায় লিপ্ত হয়ে গেলো, যা অনেক বেশি হয়ে যাবে, যেমন প্রবল অন্ধকার রাতে এমন অন্ধকার ছেয়ে যায় যে, চাঁদ একেবারেই দেখা যায় না, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই কঠিন ফিতনার একটি ধরন (Kind) এখানে বর্ণনা করেছেন এবং তা এতো বেশি কঠিন হবে যে, একই দিনে মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং তা অনেক বড় পরিবর্তন। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ২/১৩৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কত বড় দূর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে অস্থায়ী (Temporary) দুনিয়ার নশ্বর (অর্থাৎ শেষ হয়ে যাওয়া) আরাম ও আয়েশের জন্য مَعَاذَ الله নিজের ঈমান বিক্রি করে দিবে, ঈমান বিক্রি করে কুফর কিনে নিবে আর জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। সকল আশিকানে সর্বশেষ নবীর উচিৎ যে, তারা যেনো এই সুন্নাত দোয়া: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।" অবশ্যই পাঠ করতে থাকো। **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের ঈমানকে নিরাপদ রাখো এবং আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের উপর অটলতা দান করো আর আমাদেরকে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত সবুজ গম্বুজের ছায়ায় মাহবুবের জ্বলওয়ায় শাহাদত এবং জান্নাতুল বক্বীতে দাফন ও জান্নাতুল ফেরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মে গোলাম আ'প কে জিতনে, করো দূর উন সে ফিতনে
বুড়ে মউত সে বাঁচানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক গায়েবী বুযুর্গের অনন্য ঘটনা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত নাদলা বিন মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৩০০ মুহাজির ও আনসারের সাথে ইরাকের হুলওয়ান থেকে গণিমতের মাল (অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অর্জিত হওয়া মালামাল) নিয়ে আসছিলো, পথিমধ্যে একটি পাহাড়ের নিকট সন্ধ্যা হয়ে গেলে তখন হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আযান দিলেন, যখন তিনি اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر বললেন তখন পাহাড়

www.dawateislami.net

থেকে একটি আওয়াজ আসলো, কেউ বলছিলো: হে নাদলা! তুমি অনেক বড় মহত্বানের মহত্ব বর্ণনা করলে! যখন তিনি اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا الله বললেন, তখন উত্তর এলো: হে নাদলা! তুমি একনিষ্ট একত্ববাদ বর্ণনা করলে, যখন তিনি اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله বললেন, তখন আওয়াজ এলো: তাঁকে এমন নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, তাঁর পর কোন নবী নেই, তিনিই ভয় শুনান, ইনিই **যাঁর** সুসংবাদ আমাদেরকে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام দিয়েছিলেন, **তাঁরই** উম্মদের শেষে কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হবে। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ বললেন, তখন উত্তর এলো: নামায হলো একটি ফরয, সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা এর দিকে যায় এবং এর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে। যখন حَیَّ عَلَی الفَلَاح বললেন, তখন আওয়াজ এলো: উদ্দেশ্য অর্জন করেছে, যারা নামাযের জন্য এলো আর তা নিয়মিত পালন করলো, উদ্দেশ্য অর্জন করেছে, যারা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করেছে। যখন তিনি বললেন: اَللهُ اَكْبَر. اَللهُ اَكْبَر. لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله তখন আওয়াজ এলো: হে নাদলা! তুমি পূর্ণ একনিষ্টতা অর্জন করে নিয়েছো, তো **আল্লাহ পাক** এর কারণে তোমার শরীর

www.dawateislami.net

দোযখের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নামাযের পর দাঁড়ালেন এবং বললেন: হে সুন্দরভাবে কথা বলা ব্যক্তি! আমি তোমার কথা শুনলাম, তুমি কি ফিরিশতা নাকি জ্বীন নাকি রিজালুল গাইব (অর্থাৎ দৃষ্টির অন্তড়ালে থাকা মানুষ)? আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে আমাদের সাথে কথা বলো, কেননা আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সহকারী (Representative)? এটা বলতেই পাহাড় থেকে আলোকিত চেহারা এবং সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট এক বৃদ্ধ বুযুর্গ প্রকাশ হলো, যিনি শুভ্র উলের একটি চাদর জড়িয়ে ছিলেন, আসতেই তিনি সালাম করলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ। সেখানে উপস্থিতিরা উত্তর দিলো। হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন: আমি হলাম যুরাইব বিন সারমালা। **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে এই পাহাড়ে অবস্থান করিয়েছিলেন এবং আসমান থেকে নিজের আবারো ফিরে আসা পর্যন্ত আমার জীবিত থাকার দোয়া করেছিলেন, (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে,) অতঃপর তিনি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

জিজ্ঞাসা করলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোথায়? হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **তিনি** পর্দা করে নিয়েছেন (অর্থাৎ **তাঁর** ইন্তিকাল শরীফ হয়ে গেছে)। এতে সেই বুযুর্গ অনেক বেশি কান্না করলেন, অতঃপর বললেন: **তাঁর** পর কে (খলিফা) হয়েছেন? বললেন: (হযরত) আবু বকর (সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)। জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি কোথায়? বললেন: (তাঁরও) ইন্তিকাল হয়ে গেছে। অতঃপর কে খলিফা হয়েছেন? বললেন: (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)। "আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আমার সালাম আরয করবেন এবং এটাও আরয করবেন যে, হে ওমর! শাসন ব্যবস্থাকে সহজ রাখবেন, মানুষের পাশে থাকবেন, কিয়ামত সন্নিকটে এসে গেছে এবং হে ওমর! যখন এই বিষয়টি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়াতেই (অর্থাৎ মৃত্যু) নিরাপত্তা (এর মধ্যে কয়েকটি হলো): (১) যারা নিজের বংশ পরিবর্তন (অর্থাৎ বংশীয় ধারা যেমন; না হওয়ার পরও নিজেকে সৈয়দ, সিদ্দিকী, আলভী ইত্যাদি বলে) করে (২) ছোটদের বড়রা স্নেহ করে না (৩) নেকীর আদেশ দেয় না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ

www.dawateislami.net

করে না (৪) মাল ও দুনিয়া উপার্জনের জন্য (দ্বীনি) ইলম অর্জন করে (৫) অধিকহারে বৃষ্টি হয় (৬) সন্তান জীবনকে অভিশপ্ত করে দিবে (৭) মসজিদ সুন্দর বানানো হবে, কিন্তু তা নামাযী শূন্য হবে (৮) ঘুষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরবে (৯) শক্তিশালী অট্টালিকা বানানো হবে (১০) চাহিদার অনুসরন করা হবে (১১) দুনিয়ার বদলে দ্বীন বিক্রি হতে থাকবে (১২) আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে (১৩) সুদ প্রসারিত হয়ে যাবে এবং (১৪) ধনী হওয়াই সম্মানের কারণ হয়ে যাবে। যখন এই সকল বিষয় প্রসার হতে থাকবে তখন পালিয়ে কোন পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে যাও এবং সেখানেই আল্লাহর স্মরনে লিপ্ত হয়ে যাওয়াতেই নিরাপত্তা হবে।" একথা বলে সেই বুযুর্গ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হযরত নাদলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই ঘটনাটি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বিস্তারিত লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট লিখেন। উত্তরে হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেনো তাঁর সাথে মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে সেই পাহাড়ে গমন করেন এবং যদি সেই বুযুর্গের আবারো সাক্ষাত হয় তবে তাঁকে আমার সালাম বলবেন। হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চার হাজার মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরামকে সাথে সেই পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন এবং ৪০দিন পর্যন্ত লাগাতার আযান দিতে থাকেন, কিন্তু কোন আওয়াজ বা উত্তর এলো না। (তারিখে বাগদাদ, ১০/২৫৪। দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ৫/৪২৫-৪২৭। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৯১) **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সব সাহাবা কা হে ইয়ে আকীদা আটল,
হে খাইরুল ওয়ারা খাতামুল আম্বিয়া।

ঈমানোদ্দীপক মৃত্যু (মাদানী বাহার)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আকীদায়ে খতমে নবুয়তের উপর অটলতা পেতে এবং ঈমানের নিরাপত্তার গুরুত্বের মানসিকতা বানাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন

www.dawateislami.net

"দা'ওয়াতে ইসলামী"র প্রিয় দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله এমন বরকত নসীব হবে যে, জীবনের পাশাপাশি মৃত্যুও ঈর্ষনীয় হবে, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি **মাদানী বাহার** আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি: সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লেখক) এর নিকট মুহাম্মদ ওয়াসিম আত্তারী নামে এক ইসলামী ভাই এসেছিলো। বেচারার বাম হাতে ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিলো এবং ডাক্তাররা সেই হাত কেটে ফেললো। তার এলাকার এক ইসলামী ভাই সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ কে বললো যে, ওয়াসিম ভাই প্রচন্ড ব্যাথার কারণে খুবই কষ্টে ছিলেন। আমি তাকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছলাম এবং সান্তনা দিতে গিয়ে কিছুটা এভাবে বললাম: বাম হাত (Left Hand) কাটা হয়েছে এর জন্য দুঃখ করোনা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ডান হাত (Right Hand) তো ভালো আছে এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"ঈমান"**ও নিরাপদ রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তাকে ধৈর্যধারনকারী হিসেবে পেয়েছি, শুধু মুচকি হাসতে থাকে, এমনকি বিছানা থেকে উঠে আমাকে বাইরে পর্যন্ত ছেড়ে দিতে এলো। ধীরে ধীরে হাতের ব্যথা দূর হয়ে গেলো কিন্তু

www.dawateislami.net

বেচারার আরেকটি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলো এবং তা হলো যে, বুকে পানি এসে গেলো, প্রচন্ড কষ্টে দিন কাটতে লাগলো। অবশেষ একদিন কষ্ট অনেকাংশে বেড়ে গেলো, **আল্লাহর যিকির** শুরু করে দিলো, **আল্লাহ আল্লাহ** এর আওয়াজে রুম গুঞ্জন করতে থাকে, স্বাস্থ্য অনেক বেশি উদ্বেগজনক হয়ে গিয়েছিলো, ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলো কিন্তু সে অস্বীকার করে দিলো, দাদী (তার মাথা) ভালবাসা ও মমতায় কোলে নিয়ে নিলো, মুখে কলেমা তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জারি হয়ে গেলো এবং প্রায় ২২ বছরের মুহাম্মদ ওয়াসিম আত্তারীর মৃত্যু হয়ে গেলো। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ যখন মরহুমকে গোসলের জন্য নিয়ে যাওয়া হাচ্ছিলো তখন হঠাৎ চেহারা থেকে চাদর সরে গেলো, মরহুমের চেহারা গোলাপ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত ছিলো, গোসলের পর চেহারার উজ্জলতা আরো প্রখর হয়ে গেলো। দাফনের পর আশিকানে রাসূল নাত পাঠ করছিলো, কবর থেকে সুগন্ধ আসতে লাগলো কিন্তু যে সুবাশ পেলো সেই পেয়েছিলো। ঘরের কোন সদস্য ইন্তিকালের পর স্বপ্নে মরহুম মুহাম্মদ ওয়াসিম আত্তারীকে ফুল দ্বারা সজ্জিত কক্ষে

www.dawateislami.net

দেখলো, জিজ্ঞাসা করলো: কোথায় থাকো? হাত দ্বারা একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললো: এটা আমার বাড়ী, এখানে আমি অনেক খুশিতে আছি। অতঃপর একটি সজ্জিত বিছানায় শুয়ে গেলো। মরহুমের আব্বাজান স্বপ্নে নিজেকে ওয়াসিম আত্তারীর কবরের পাশে পেলো, হঠাৎ কবর খুলে গেলো এবং মরহুম মাথায় পাগড়ী সজ্জিত হয়ে সাদা কাফন পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলো, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো এবং আবারো কবরে প্রবেশ করে নিলো আর কবর আবারো বন্ধ হয়ে গেলো। **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতে**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুনে ইসলাম দিয়া তুনে জামাআত মে লিয়া,
তু করম আব কোয়ী ফিরতা হে আতিয়া তেরা।

শব্দার্থ: ফিরতা - পূনরায়, আতিয়া - পুরস্কার

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের ইসলামের মতো নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, নিজের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, আপনি দয়ালু, আপনি কি

www.dawateislami.net

দ্বীন ইসলামের নেয়ামত দেয়ার পর তা ফিরিয়েও নিতে পারেন? (কখনোই নয়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪০টি হাদীস পৌঁছানোর ফযীলত

সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট পৌঁছানোর জন্য দ্বীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করে নিবে তবে তাকে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীনের মর্যাদায় উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো। (শুয়াবুল ঈমান, ২/২৭০, হাদীস ১৭২৬) اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলত পাওয়ার নিয়্যতে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **শেষ নবী** হওয়ার ব্যাপারে **৪০টি হাদীস** উপস্থাপন করা হচ্ছে:

www.dawateislami.net

খতমে নবুয়তের ব্যাপারে ২টি হাদীস

নূরানী মাহফিলের শেষ ইট

﴾১﴿ আমার এবং আমার পূর্বের আম্বিয়াদের উদাহরণ ঐ লোকের ন্যায়, যে একটি খুবই সুন্দর ঘর বানালো, কিন্তু এর এক কোণে একটি ইটের জায়গা রেখে দিলো, মানুষেরা এর আশেপাশে ঘুরতে লাগলো এবং আশ্চার্য হয়ে বলতে লাগলো, সে এই ইটটি কেন লাগালো না? অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমিই হলাম সেই (শেষ) ইট এবং নবীদের মধ্যে **সর্বশেষ নবী**।

(বুখারী, ২/৪৮৪, হাদীস ৩৫৩৫)

﴾২﴿ অপর এক বর্ণনায় এই বাক্যও রয়েছে: "এই ইটের জায়গা (পূরণকারী) হলাম আমি, আমি আসার কারণে নবীদের (ধারাবাহিকতা) পূর্ণ করে দিলাম।"

(মুসলিম, ৯৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৯৬৩)

হে ওহ কাসরে নুবুয়ত কি ইট আখেরী
কউলে শাহে দানা খাতামুল আম্বিয়া

হাদীসের ব্যাখ্যা: মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: سُبْحٰنَ الله! কিরূপ সুন্দর

www.dawateislami.net

উদাহরণ, "**নুবুয়ত**" যেনো নূরানী প্রাসাদ, আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) যেনো এর নূরানী ইট, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যেনো এই প্রাসাদের সর্বশেষ, যার উপর এই প্রাসাদটি পূর্ণতা (Completion) লাভ করেছে। এ থেকে জানা গেলো যে, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন **সর্বশেষ নবী**, **তাঁর** যুগে বা **তাঁর** পর কোন নবী নেই। যেমন; এই সর্বশেষ ইট দ্বারা সেই প্রাসাদটি পরিপূর্ণ (Complete) হয়ে যাবে এবং এরপর আর কোন ইটের জায়গা থাকবে না, অনুরূপ ভাবেই আমার নবুয়তের প্রাসাদ পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন কোন নবী আসার সম্ভাবনা রইলো না। মনে রাখবেন যে, ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আগমন করবেন, কিন্তু তিনি হলেন পূর্বেকার নবী, পরবর্তী নবী নন (আর) এই ইট প্রথমেই লাগানো হয়েছে, তাছাড়া তিনি এখন নবুয়তের শান নিয়ে (অর্থাৎ নিজের নবুয়তের বিধান জারি করার জন্য) আসবেন না বরং **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত হয়ে আসবেন। মনে রাখবেন যে, সর্বশেষ ছেলে সেই, যার পর আর কোন সন্তান জন্ম হয়না, এটা আবশ্যক নয় যে, পূর্বের সব সন্তান মারা যেতে হবে। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর

www.dawateislami.net

"সর্বশেষ নবী" হওয়ার অর্থ এটাই যে, **তাঁর** যুগে এবং **তাঁর** যুগের পর কোন নবী জন্ম হবে না, যদি পূর্বের কোন নবী (জাহেরীভাবেও) জীবিত থাকে তবে (এতে) সমস্যা নেই। চারজন নবী এখনো পর্যন্ত (জাহেরীভাবেও) জীবিত আছেন: দু'জন পৃথিবীতে হযরত খিযর এবং হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِمَا السَّلَام আর দু'জন আসমানে হযরত ইদ্রিস ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام, তাঁদের জীবন **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খাতামুন নাবিয়্যিন হওয়ার পরিপন্থি নয়। হুযুর হলেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি আর **সর্বশেষ নবী**। (মিরাত, ৮/৭)

খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **"সর্বশেষ নবী"** বলেছেন আর এই অর্থ সাহাবায়ে কিরামগণ বলেছেন আর এর উপরই সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত্যভাবে অকাট্য বিশ্বাস রয়েছে, তাই যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে যে, খাতামুন নবিয়্যিনের অর্থ সর্বশেষ নবী এটা সাধারণ মানুষের ধারণা এবং এতে কোন ফযীলত

www.dawateislami.net

নেই আর এটি প্রশংসার স্থানে উল্লেখ করার উপযুক্ত নয়, সে নিঃসন্দেহে কাফের। (নুযহাতুল কারী, ৪/৫১০)

ছয়টি ফযীলত

﴿৩﴾ আমাকে ছয়টি কারণে আম্বিয়ায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে: (১) আমাকে সকল ভাষার জ্ঞান দান করা হয়েছে (২) আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (৩) আমার জন্য গণিমতকে হালাল করে দেয়া হয়েছে (৪) সমগ্র বিশ্বকে আমার জন্য পবিত্র ও নামাযের জায়গা বানিয়ে দেয়া হয়েছে (৫) আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য (নবী বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে (৬) আমাকে দিয়ে নবীদের (ধারাবাহিকতা) শেষ করে দেয়া হয়েছে।

(মুসলিম, ২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৫৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা: পাঁচ ছয়টি উল্লেখ করা সীমাবদ্ধতার জন্য নয়, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অসংখ্য গুণাবলী দ্বারা মর্যাদাবান করা হয়েছে। (আমাকে সকল ভাষার জ্ঞান দান করা হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কুরআনে মজীদের বাক্যও ব্যাপক এবং **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিজস্ব বাক্যও অনেক ব্যাপক যে,

www.dawateislami.net

শব্দ অনেক কম, অর্থ ও উদ্দেশ্য অনেক বেশি। দেখো **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: "আমল নির্ভর করে তার নিয়্যতের উপর, দ্বীনের মূল হলো কল্যাণ কামনা, কামিল মুমিন হলো সেই, যে বেকার ও অনুপকারী কথা ছেড়ে দেয়।" ছোট ছোট বাক্য কিন্তু সম্পূর্ণ শরীয়ত ও তরীকত এতে বিদ্যমান। (আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব বলেন: যেই শত্রু আমার সাথে যুদ্ধ করতে আসে, এখনো সে এক মাসের পথ আমার থেকে দূরে রয়েছে, তার অন্তরে আমার ভয় ছেয়ে যায় যদিও সে যুদ্ধ করে কিন্তু আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে করে। (আমাকে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি (নবী বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব লিখেন: সকল সৃষ্টি জীব হোক বা জড়, সজ্ঞান হোক বা জ্ঞানহীন, সবার প্রতি **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নবুয়ত, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আহকাম (অবস্থা অনুযায়ী) প্রয়োগ হবে। (আর আমাকে দিয়ে নবীদের (ধারাবাহিকতা) শেষ করে দেয়া হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব লিখেন: আমি হলাম **সর্বশেষ নবী**, যার উপর নবুয়তের যুগ শেষ হয়ে গেছে, আমার যুগে বা আমার পর কোন নবী নেই।

www.dawateislami.net

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১০-১১) যেই চারজন নবী: হযরত খিযির, হযরত ইলইয়াস, হযরত ইদ্রিস ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمُ السَّلَام এখনো জাহেরী ওফাত গ্রহণ করেনি, নিশ্চয় তাঁরাও নবী, কিন্তু **সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত প্রকাশের পর তাঁদের আনীত শরীয়তের প্রচার করবেন না।

আমি হলাম আকিব

﴿৪﴾ আমার পাঁচটি নাম রয়েছে, আমি হলাম **মুহাম্মদ**, আমি হলাম **আহমদ**, আমি হলাম **মাহি** (অর্থাৎ দূরকারী), কেননা **আল্লাহ পাক** আমার মাধ্যমে কুফরকে দূর করবেন, আমি হলাম **হাশির**, কেননা মানুষ আমার কদমে (অর্থাৎ আমার পেছনে কিয়ামতের দিন[১]) জড়ো হবে এবং আমি হলাম **আকিব**। (বুখারী, ২/৪৮৪, হাদীস ৩৫৩২) তাবেয়ী বুযুর্গ, ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আকিব হলো সেই, **যাঁর** পর কোন নবী নেই। (মুসলিম, ৯৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬১০৭)

১. নুযহাতুল কারী, ৪/৫০৮।

www.dawateislami.net

শাহে আম্বিয়া হে, খোদা কা হে পেয়ারা
উয় নবীউঁ মে সুন লো! নবী আখেরী হে
মুহাম্মদ হে আহমদ, হে সুলতানে বাতহা
উয় নবীউঁ মে সুন লো! নবী আখেরী হে

সকল নবীদের সর্দার

﴿৫﴾ আমি হলাম রাসূলদের নেতা আর এই কথাটি গর্বের সহিত বলছি না, আমি হলাম সকল নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং এই কথাটি গর্বের সহিত বলছি না আর আমি হলাম সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী আর সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হয়েছে এবং এই কথাটি গর্বের সহিত বলছি না। (দারামী, ১/৪০, হাদীস ৪৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীসে পাকের এই অংশ (আমি হলাম রাসূলদের নেতা) এর ব্যাখ্যায় "মিরাত" এ রয়েছে: **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জান্নাতে সকল নবীদের প্রথমে যাবেন এবং সকল নবী হুযুরের পেছনে পেছনে থাকবেন, এই হিসেবে হুযুর হলেন রাসূলদের নেতা। (মিরাত, ৮/২৮)

www.dawateislami.net

خَاتَمُ النَّبِيِّيْن (সর্বশেষ নবী)

﴾৬﴿ নিশ্চয় আমি আল্লাহ পাকের নিকট ঐ সময়েই সর্বশেষ নবী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছি, যখন (হযরত) আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) তাঁর মাটিতে খামির হিসেবে ছিলেন।

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৮/১০৬, হাদীস ৬৩৭)

﴾৭﴿ নিশ্চয় আমি হলাম আখিরুল আম্বিয়া (অর্থাৎ সকল নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী) আর আমার মসজিদ হলো আখিরুল মাসাজিদ। (মুসলিম, ৫৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩৭৬)

আখিরুল মাসাজিদের অর্থ

﴾৮﴿ অপর এক বর্ণনায় এই বাক্যটি রয়েছে: "আমি হলাম সকল নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী আর আমার মসজিদ হলো মাসাজিদে আম্বিয়ার সর্বশেষ।" (আল ফেরদাউস, ১/৪৫, হাদীস ১১২) উদ্দেশ্য হলো **হযরত মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর না কোন নবীর জন্ম হবে আর না কোন নবীর মসজিদ তৈরী হবে!

www.dawateislami.net

জান্নাতে প্রবেশ করে নাও

﴾৯﴿ হে লোকেরা! নিশ্চয় আমার পর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পর কোন উম্মত নেই। সাবধান! তোমরা নিজের **প্রতিপালকের** ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, রমযানের রোযা রাখো, আনন্দচিত্তে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করো আর নিজেদের শাসকদের (জায়িয) আনুগত্য করো, তবে তোমরা আপন **প্রতিপালকের** জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাও। (মু'জামু কবীর, ৮/১১৫, হাদীস ৭৫৩৫)

আমার পর কখনোই কোন নবী নেই

﴾১০﴿ বনী ইসরাঈলে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام শাসন করতেন, যখন একজন নবী ওফাত হতেন তখন অপর নবী তাঁর খলিফা হতেন, (কিন্তু মনে রেখো!) **আমার পর কখনোই কোন নবী নেই**, তবে হ্যাঁ! অতিশীঘ্রই খলিফা হবে ও অধিকহারে হবে। (বুখারী, ২/৪৬১, হাদীস ৩৪৫৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ না তো আমার যুগের কোন নবী হবে, যে আমার উপস্থিতিতেই আমার খলিফা হবে, যেমন; হারুন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপস্থিতিতে

www.dawateislami.net

কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী (অর্থাৎ Temporary) খলিফা হয়েছেন, যখন মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাওরাত আনার জন্য তূর পাহাড়ে গমন করেছিলেন। আর না আমার পর কোন নবী রয়েছে, যে আমার স্থায়ী (অর্থাৎ Permanent) খলিফা হবে, অতএব আমার খলিফারা আমার দ্বীনের বাদশাহ আর বাতেনী খলিফা হলো আউলিয়া ও ওলামারা। (মিরাত, ৫/৩৪৬)

﴾১১﴿ নবুয়তের কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সুসংবাদ কি? ইরশাদ করলেন: "ভাল ভাল স্বপ্ন।" (বুখারী, ৪/৪০৪, হাদীস ৬৯৯)

﴾১২﴿ আমার পর নবুয়াতের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না কিন্তু সুসংবাদ ব্যতীত, (অর্থাৎ) উত্তম স্বপ্ন, যা বান্দা নিজে দেখলো বা তার জন্য অন্যদের দেখানো হলো।

(মুসনাদে ইমাম ইহমদ বিন হাম্বল, ৯/৪৫০, হাদীস ২৫০৩১)

﴾১৩﴿ নিশ্চয় রিসালত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, তো আমার পর না কোন রাসূল রয়েছে আর না কোন নবী!

(তিরমিযী, ৪/১২১, হাদীস ২২৭৯)

www.dawateislami.net

﴾১৪﴿ আমি হলাম মুহাম্মদ, আমি হলাম আহমদ, আমি হলাম রহমতের নবী, আমি হলাম তাওবার নবী, আমি হলাম **সর্বশেষ নবী**, আমি হলাম হাশির[১], আমি হলাম জিহাদের নবী।

(শামায়িলে তিরমিযী, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬১। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৫৭)

উন কে হার নাম ও নিসবত পে নামী দুরূদ
উন কে হার ওয়াক্ত ও হালত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ)

﴾১৫﴿ আমি হলাম আহমদ, মুহাম্মদ এবং মুকাফফা। (মু'জামু ইওসাত, ১/৬২২, হাদীস ২২৮) মুকাফফ অর্থ হলো: اٰخِرُ الْاَنْبِيَاء অর্থাৎ সকল নবীদের মধ্যে **সর্বশেষ নবী**।

(আল উস্তাযকার লিইবনে আব্দুল বর, ২/৩২৬)

﴾১৬﴿ আমি যুগের ভিত্তিতে সর্বশেষ আর কিয়ামতে সর্বপ্রথম। (বুখারী, ১/৩০৩, হাদীস ৮৭৬)

সর্বপ্রথম জান্নাতে গমনকারী উম্মত

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: ওলামায়ে

১. "হাশির" এর বিস্তারিত বর্ণনা ৪ নং হাদীসে রয়েছে।

www.dawateislami.net

কিরাম বলেন: এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো যে, আমি হলাম দুনিয়ায় আগমনের ভিত্তিতে সর্বশেষ, ফযীলত ও জান্নাতে প্রবেশের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম, অতএব এই উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(শরহে মুসলিম লিন নববী, ৬/১৪২)

﴾১৭﴿ আমি দুনিয়ায় সবার পর ও কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হবো, যার ফয়সালা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হবে।

(মুসলিম, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯৮২)

ফযীলতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিষয়

﴾১৮﴿ **আল্লাহ পাক** আমার জন্য অতিশয় সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন, তো আমি সর্বশেষ ও কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম। (দারেমী, ১/৪২, হাদীস ৫৪) হাদীসে পাকের এই অংশ (অতিশয় সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন) এর একটি অর্থ এটাও: আমাকে ফযীলতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত কথা বলার উৎকর্ষতা দান করেছেন যে, শব্দ অল্প হবে এবং অর্থ হবে অধিক।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/২১০)

﴾১৯﴿ নিশ্চয় আমি রহমতের সাগর খুলতে এবং নবুয়ত ও রিসালত শেষ করতে প্রেরিত হয়েছি।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩০৮, হাদীস ৫২০২। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৬১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

﴾২০﴿ আমি সকল নবীদের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছি ও সবশেষে প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদিশ শামেঈন, ৪/৩৪, হাদীস ২৬৬২)

﴾২১﴿ আমি হলাম **সর্বশেষ নবী** এবং তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মত। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪০৪, হাদীস ৪০৭৭)

সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ (ঘটনা)

হযরত সাহাল বিন সালেহ হামদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام পর প্রেরিত হয়েছেন অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর ফযীলত ও মহত্ব কিভাবে অর্জিত হলো? **তিনি** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** যখন মীসাকের দিন (অর্থাৎ ওয়াদার দিন) মানুষের পেট থেকে তাদের সন্তানদের বের করবেন এবং তাদেরকে স্বয়ং তাদের উপর সাক্ষ্য বানিয়ে ইরশাদ করবেন: আমি কি তোমাদের **প্রতিপালক** নই, তখন সর্বপ্রথম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরয করলেন: بَلٰى অর্থাৎ "হ্যাঁ কেন নয়।" এই কারণে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বপ্রথম

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর ফযীলত ও মহত্ব অর্জিত হয়েছে, অথচ **তিনি** সবার শেষে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন।

(খাচায়িচুল কুবরা, ১/৭)

কারনুঁ বদলী রাসূলোঁ কি হোতী রাহি
চান্দ বদলী কা নিকলা আমারা নবী
কিয়া খবর কিননে তারে খিলে চুপ গেয়ে
পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী (হাদায়িখে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴿২২﴾ সকল আম্বিয়াদের মধ্যে প্রথম নবী হলেন (হযরত) আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং সর্বশেষ নবী হলেন (হযরত) **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)।

(আল আউয়ায়িলু লিত তাবারানী, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩)

﴿২৩﴾ لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- অর্থাৎ যদি আমার পর কোন নবী হতো তবে ওমর হতো।

(তিরমিযী, ৫/৩৮৫, হাদীস ৩৭০৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা: ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তাঁর (অর্থাৎ হযরত ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) স্বভাব এতই পরিপূর্ণ ছিলো যে, যদি নবুয়তের দরজা বন্ধ না হতো তবে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

দয়ায় তিনি নবী হতে পারতেন, কেননা নিজের সত্তার ভিত্তিতে নবুয়তের কেউ উপযুক্ত নয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৭৩)

﴾২৪﴿ আবু বকর আম্বিয়া (ও রাসূলগণ) ব্যতীত সকল মানুষের মধ্যে উত্তম। (আল কামিলু লিইবনে আদী, ৬/৪৮৪)

৩০জন মিথ্যুক নবী হবে

﴾২৫﴿ অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০জন কাজ্জাব (অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যুক) হবে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ধারণা করবে যে, সে নবী, অথচ আমিই হলাম খাতামুন নবীয়্যিন (অর্থাৎ সর্বশেষ নবী) আর আমার পর কোন নবী নেই। (আবু দাউদ, ৪/১৩২, হাদীস ৪২৫২)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই ৩০জন মিথ্যুক নবী হলো তারাই, যাদেরকে মানুষ মেনে নিয়েছে আর এই ফ্যসাদ ছড়িয়ে পরেছে, অন্য ধরনের নবী হওয়ার দাবীকারী হলো যাদেরকে কেউ মানেনি, তারা প্রলাপ করে মরে গেলো, তারা তো অনেক।

www.dawateislami.net

(মুফতী সাহেব আরো বলেন:) জানা গেলো যে, খাতামুন নবীয়্যিন এর অর্থ হলো **সর্বশেষ নবী**, কেননা এই যুগে এবং এর পরে কোন নবী হবে না। এই অর্থের উপর সকল উম্মতের ঐকমত রয়েছে, যে বলে এর অর্থ "সর্বশেষ নবী" নয় বরং আসল নবী, সে কাফের। (মিরাত, ৭/২১৯-২২০)

﴾২৬﴿ আমার উম্মতের মধ্যে কাজ্জাব ও দাজ্জাল (প্রচন্ড মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ) হবে (আর) তাদের মধ্যে চারজন মহিলাও হবে এবং আমি হলাম **সর্বশেষ নবী**, আমার পর কোন নবী নেই। (মু'জামু কবীর, ৩/১৬৯, হাদীস ৩০২৬)

মাওলা আলীর মহত্বপূর্ণ শান

﴾২৭﴿ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুকের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে মদীনায় রেখে যান, তখন তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন। ইরশাদ করলেন: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি এখানে আমার সহকারী হিসেবে এমনভাবে থাকবে, যেমন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যখন আপন **প্রতিপালকের** সাথে কথা

www.dawateislami.net

বলার জন্য উপস্থিত হলেন তখন হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) কে নিজের সহকারী হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন, তবে হ্যাঁ পার্থক্য এটাই যে, হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) নবী ছিলেন, আমি যখন থেকে নবী হয়েছি, অন্যদের জন্য নবুয়ত নেই।

(মুসলিম, ১০০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬২১৮। তিরমিযী, ৫/৪০৭, হাদীস ৩৭৪৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যখন তূর পর্বতে তাওরাত নিতে যেতে লাগলেন তখন হযরত হারূন (عَلَيْهِ السَّلَام) কে অস্থায়ীভাবে (Temporary) তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের জা'নশিন (তথা উত্তরাধীকার) বানিয়েছিলেন, যা তাঁর ফিরে আসার পর শেষ বাতিল হয়ে গেলো, এই উদাহরণ প্রকাশ করে দিলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কে অস্থায়ীভাবে তাবুক থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য নিজের উত্তরাধীকার বানিয়েছিলেন (আর) এই উত্তরাধীকারীত্বও শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার ব্যাপার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো।

(নুযহাতুল কারী, ৪/৬০২)

www.dawateislami.net

﴾২৮﴿ আলী আমার সাথে এমন, যেমন মূসার সাথে হারূন (যে, ভাইও এবং সহকারীও) কিন্তু "لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ" আমার পর কোন নবী নেই। (তারিখে বাগদাদ, ৭/৪৬৩)

﴾২৯﴿ আমি হলাম মুহাম্মদ, নবীয়ে উম্মি (অর্থাৎ দুনিয়ায় কারো নিকট শিখা ব্যতীত শিক্ষিত নবী), (এটি তিনবার ইরশাদ করেন) এবং "لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ" আমার পর কোন নবী নেই। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৬৬৬, হাদীস ৭০০০)

﴾৩০﴿ আমি যা কিছু চেয়েছি **আল্লাহ পাক** আমাকে দান করেছেন, কিন্তু আমাকে এটা ইরশাদ করা হয়েছে যে, তোমার পর কোন নবী নেই।

(আস সুন্নাতি লিইবনে ইবী আছিম, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩৪৮)

এ্যয় খতমে রুসূল, মক্কী মাদানী কাউনাইন মে তুম সা কোয়ী নেহী

তুমি সত্য বলেছো

﴾৩১﴿ ফিরিশতারা কবরে মৃতকে প্রশ্ন করে: "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? এবং তোমার নবী কে?" তারা বলে: আমার **প্রতিপালক** হলেন **আল্লাহ, যাঁর** কোন অংশীদার নেই এবং আমার দ্বীন হলো ইসলাম আর আমার

www.dawateislami.net

নবী হলেন (হযরত) **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং **তিনি সর্বশেষ নবী**। ফিরিশতারা বলে: তুমি সত্য বলেছো। (যিকরিল মউত মাআ মওসুআতি লিল ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৫/৪৭৪, হাদীস ২৫৪। শরহুস সুদুর, ১৩০ পৃষ্ঠা)

একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা

﴾৩২﴿ হযরত ইবনে যিমল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তুমি যেই উটটি স্বপ্নে দেখেছো আমি তাকে চালাচ্ছি তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত, না আমার পর কোন নবী হবে আর না আমার উম্মতের পর কোন উম্মত হবে।

(দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকি, ৭/৩৮)

তাঁর সামনে নূর দৌঁড়ায়

﴾৩৩﴿ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন অন্যদের পূর্বে (হযরত) নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে ইরশাদ করবেন: তোমরা নূহকে কি উত্তর দিয়েছিলে? তারা বলবে: নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) না আমাদেরকে তোমার প্রতি ডেকেছে, না তোমার কোন বিধান পৌঁছিয়েছে, না কোন উপদেশ দিয়েছে, না ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বিধান শুনিয়েছে।

www.dawateislami.net

নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) আরয করবে: **ইলাহী!** আমি তাদেরকে এমন দাওয়াত দিয়েছি, যার সংবাদ একের পর এক সকল পূর্বাপর উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে গেছে, এমনকি (সেই সংবাদ) **সর্বশেষ নবী** (হযরত) **আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাঁরা তা লিখেছে এবং পড়েছে (অর্থাৎ কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, যা লেখা ও পড়া হয়েছে) এবং এর উপর ঈমান এনেছে ও তা সত্যয়ন করেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: **আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও আহমদের উম্মতকে ডাকো। তখন **রাসূলুল্লাহ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং **তাঁর** উম্মতরা এই অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হবে যে, তাদের সামনে নূর দৌঁড়াবে, তারা নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে (অর্থাৎ সত্যয়ন করবে)।

(আল মুস্তাদরিক, ৩/৪১৫, হাদীস ৪০৬৬। ফতোয়ায়ে রযবীয়া ১৫/৬৯০)

কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টি সর্বশেষ নবী বলবে

﴾৩৪﴿ পূর্বাপর সকলে আমার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করবে: "হুযুর আপনি **আল্লাহ পাকের** রাসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া অর্থাৎ **সর্বশেষ নবী**, আমাদের শাফায়ত করুন।" (বুখারী, ৩/২৬০, হাদীস ৪৭১২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

يَا شَفِيْعَ الْوَرٰى سَلَامٌ عَلَيْك يَا نَبِيَّ الْهُدٰى سَلَامٌ عَلَيْك
خَاتَمَ الْاَنْبِيَاء سَلَامٌ عَلَيْك سَيِّدِ الْاَصْفِيَاء سَلَامٌ عَلَيْك

যদি মুহাম্মদ না হতো তবে আমি তোমায় বানাতাম না

﴿৩৫﴾ (হযরত) আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) এর থেকে যখন ইজতিহাদী ভুল হলো, তখন তিনি আরশের দিকে তাঁর মাথা মুবারক তুললেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমাকে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: হে আদম! তুমি **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে চিনলে অথচ আমি এখনো **তাঁকে** সৃষ্টি করিনি? হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক!** যখন তুমি আমাকে নিজের কুদরত দ্বারা বানিয়েছো তখন আমি মাথা তুলে তাকালাম, তখন আরশের খুঁটিতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله লেখা দেখলাম তখন আমি জেনে গেলাম যে, **তুমি তাঁরই** নাম নিজের পবিত্র নামের সাথে মিলিয়েছো, **যাঁকে তুমি** সমগ্র জগত থেকে বেশি ভালবাসো এবং তোমার নিকট **তাঁর** অনেক মর্যাদা রয়েছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে আদম! তুমি সত্য বলেছো,

www.dawateislami.net

নিশ্চয় তিনি আমার নিকট সমগ্র জগতের চেয়েও বেশি প্রিয়, যখন তুমি **তাঁর** ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেছো তবে আমি তোমার ভুল ক্ষমা করে দিলাম وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ অর্থাৎ যদি **মুহাম্মদ** না হতো তবে আমি তোমায় বানাতাম না।[১] তাবারানীর বর্ণনায় এটাও বৃদ্ধি রয়েছে: আর তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে **সর্বশেষ নবী** এবং **তাঁর** উম্মত তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত।

(মু'জামু সগীর, ২য় অংশ, ৮২ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৩)

ওহ জু না থে তো কুছ না থা, ওহ জু না হো তো কুছ না হো
জান হে ওহ জাহান কি, জান হে তো জাহান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴿৩৬﴾ যখন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) জান্নাত থেকে হিন্দুস্থানে অবতীর্ণ হলেন তখন আতঙ্কিত হলেন, জিব্রাঈল এসে আযান দিলেন, যখন নামে পাক এলো হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলেন: **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে? বললেন: আপনার সন্তানদের মধ্যে **সর্বশেষ নবী**।

(ইবনে আসাকির, ৭/৪৩৭। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৪০)

১. আল মুস্তাদরিক, ৩/৫১৭, হাদীস ৪২৮৬।

www.dawateislami.net

তাওরাত শরীফে কল্যাণময় আলোচনা

﴾৩৭﴿ (হযরত) মূসা (কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি যখন তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তা পাঠ করলেন তো এতে এই উম্মতের আলোচনা পেলেন তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমি এতে এক উম্মত পেয়েছি যে, তারা যুগের হিসেবে সর্বশেষ আর মর্যাদায় সবার অগ্রে, তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: এরা **আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।

(দালায়িলুন নবুয়ত লিইবনে আবী নাঈম, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৩)

কিতাবে হযরত মূসা মে ওয়াসফ হে উন কে
কিতাবে ঈসা মে উ কে ফাসানে আয়ে হে
উনহি কি না'ত কে নাগমে যাবুর সে সুন লো
যবানে কুরআঁ পে উন কে তারানে আয়ে হে

(সামানে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ

﴾৩৮﴿ **আল্লাহ পাক** যখন (হযরত) আদম (সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام) কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে তাঁর সন্তানদের দেখানো হলো তখন তিনি তাদের মধ্যে একজনকে

www.dawateislami.net

অন্যান্যদের উপর ফযীলত ও মর্যাদাবান দেখলেন আর তাদের সবার শেষ উচ্চ ও আলোকিত নূর দেখলেন তখন আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! এ কে? ইরশাদ করলেন: সে তোমার সন্তান **"আহমদ"** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم), **ইনিই** প্রথম এবং **ইনিই** শেষ আর **ইনিই** সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী ও **তাঁরই** সর্বপ্রথম শাফায়াত কবুল করা হয়েছে। (দালায়িলুন নবুয়াত লিল বায়হাকী, ৫/৪৮৩। কানযুল উম্মাল, ১১/১৯৭, হাদীস ৩২০৫৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৪)

যাতে হুয়ি ইন্তিখাব ওয়াসফ হোয়ি লা জাওয়াব
নাম হুয়া মুস্তফা তুম পে করোরো দুরূদ

প্রথম ও শেষ নবী

﴾৩৯﴿ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: (মেরাজের রাতে) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাত করেন তখন সবাই আল্লাহ পাকের হামদ (অর্থাৎ প্রশংসা) বর্ণনা করেন এবং শেষে **সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আপনারা সবাই **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা বর্ণনা করে নিয়েছেন, এবার আমি বর্ণনা করছি: "সকল প্রশংসা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে আর আমার উপর কুরআনে করীম অবতীর্ণ করেন, যাতে প্রতি বিষয়ের উপর আলোকিত বর্ণনা রয়েছে এবং আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন ঐ সকল উম্মতের মধ্যে, যারা মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আর তাদেরকেই সর্বশেষ রেখেছেন ও আমার কারণে আমার আলোচনাকে সুউচ্চ করেছেন এবং আমার উপরই নবুয়তের শুরু করেছেন এবং আমার উপরই নবুয়তের সমাপ্তি করেছেন।" একথা শুনে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সকল আম্বিয়ায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ السَّلَام বললেন: "এই বিষয়ের কারণে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের চেয়ে উত্তম।" অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এরপর **আল্লাহ পাক তাঁর** সাথে কথা বলেন এবং এটাও ইরশাদ করেন: আমি আপনাকে সকল নবীর পূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সবার পর প্রেরণ করেছি আর আপনাকে উম্মুক্তকারী ও সর্বশেষ করেছি।

(তাফসীরে তাবারী, ৮/৯-১১, হাদীস ২২০২১। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তুম হো আউয়াল, তুম হো আখির, তুম হো বাতিন, তুম হো জাহির
হক নে বখশা হে ইয়ে আসমা, صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم

আমার হুযুরের ঠোঁটে اَنَا لَهَا হবে

﴿৪০﴾ যখন লোকেরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে শাফায়াতের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে তখন হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের আবেদন করবে, তিনি বলবেন: আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, (হযরত) **মুহাম্মদ** عَلَيْهِمُ السَّلَام হলেন খাতামুন নবীয়্যিন (অর্থাৎ সকল নবীদের মধ্যে সর্বশেষ) এবং এখানে উপস্থিত আছে। লোকেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে শাফায়াত চাইবে, আমি বলবো: "اَنَا لَهَا" অর্থাৎ আমিই হলাম এই কাজের জন্য।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ২/৩৬৮, হাদীস ২৩২৪। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৯)

কাহেঙ্গে আউর নবী "اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِى"
মেরে হুযুর কে লব পর "اَنَا لَهَا" হোগা

কালামে হাসানের ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিন মানুষ নবীদের দরবারে শাফায়াতের আবেদন করবে তখন সবাই বলবে: "আমি ব্যতীত অন্য কারো নিকট যাও।" যখন সবার

www.dawateislami.net

থেকে হতাশ হয়ে **আল্লাহর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে শাফায়াতের ভিক্ষা নেয়ার জন্য উপস্থিত হবে, তখন ইরশাদ হবে: (হ্যাঁ হ্যাঁ) আমিই হলাম এই কাজের জন্য।

দেয় দেয় শাফায়াত কি মুঝে খয়রাত খায়র সে,
রোযে কিয়ামত বখশওয়া, এ্যয় আখেরী নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিছুই গোপন করলো না কিন্তু.... (ঘটনা)

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত কাবুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার পিতা তাওরাত শরীফের জ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন, **আল্লাহ পাক** যা কিছু হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তার জ্ঞান আমার পিতার মতো অন্য কারো ছিলো না, তিনি নিজের জ্ঞান থেকে আমার নিকট কিছুই গোপন করতেন না, যখন তাঁর শেষ সময় এলো তখন আমাকে ডেকে বললেন: হে আমার বৎস! তুমি জানো যে, আমি আমার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তোমার নিকট গোপন করিনি, কিন্তু হ্যাঁ দুই পৃষ্ঠা রেখেছি,

www.dawateislami.net

তাতে একটি নবীর বর্ণনা, যাঁর আগমনের যুগ সন্নিকটে এসে গেছে, আমি এই ভয়ে তোমার নিকট ঐ দুই পৃষ্ঠার সংবাদ দেয়নি যে, হয়তো কেউ (নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীকারী) বের হয়ে গেলো আর তুমি তার পেছনে চলে গেলে, এই তাক তোমার সামনে রয়েছে, আমি তাতে সেই দুটি পৃষ্ঠা রেখে উপরে মাটি রেখে দিয়েছি, এখন সেই পৃষ্ঠা গুলো দেখবে না, যখন সেই **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমন করবে আর যদি **আল্লাহ পাক** তোমার কল্যাণ চাইবে তবে তুমি নিজেই তার পেছনে চলতে শুরু করবে, একথা বলে তিনি মারা গেলেন। আমি তার দাফন থেকে অবসর হওয়ার পর আমার সেই পৃষ্ঠাগুলো দেখার অনেক শখ অন্য কিছু থেকে অধিক ছিলো, আমি তাক খুললাম এবং পৃষ্ঠাগুলো বের করলাম, তখন দেখলাম যে, তাতে লেখা রয়েছে: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ. অর্থাৎ **মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোন নবী নেই, তাঁর জন্ম মক্কায় এবং তিনি মদীনার দিকে হিজরতকারী হবেন।** (খাচায়িচুল কুবরা, ১/২৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

বা'দ আপ কে হারগিয না আয়েগা নবী নয়া,
ওয়াল্লাহ! ঈমাঁ হে মেরা, এ্যয় আখেরী নবী।
হে দসত সর ঝুকা কর আরয সায়্যিদী!
তু খোয়াব মে জ্বলওয়া দেখা, এ্যয় আখেরী নবী।
আলাইশোঁ সে পাক করকে মেরে দিল মে তু
আ'জা সামা জা ঘর বানা, এ্যয় আখেরী নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবা ও তাবেয়ীনের ৫টি বাণী

﴾১﴿ উভয় কাঁধের মাঝখানে লিখা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উভয় কাঁধের মাঝখানে লিখা ছিলো: "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيّٖن" অর্থাৎ **মুহাম্মদ আল্লাহ**র রাসূল এবং **সর্বশেষ নবী**।

(তারিখে দামেশক, ২/১৩৭। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৪)

﴾২﴿ তিনি না হলে কিছুই হতো না

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ!** আপনার **প্রতিপালক** ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আমি আপনাকে দিয়ে আম্বিয়ায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ السَّلَام শেষ করেছি (অর্থাৎ আপনি হলেন সর্বশেষ নবী) আর কাউকে এরূপ বানানো হয়নি, যে আপনার চেয়ে আমার নিকট সম্মানিত, আপনার নাম আমার নামের সাথে মিলিয়েছি যে, যেখানেই আমার যিকির করা হবে, পাশাপাশি সেখানে আপনারও যিকির করা হবে, নিশ্চয় আমি দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীদের এই জন্যই বানিয়েছি, যেনো আপনার সম্মান ও আমার দরবারে আপনার মান ও মর্যাদা তাদের নিকট প্রকাশ করতে পারি আর যদি আপনি না হতেন তবে আমি আসমান ও জমিন এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তা কিছুই বানাতাম না।

(তারিখে দামেশক, ২/১৩৬-১৩৭। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৬)

হে উনহি কি কদম কি বাগে আলম মে বাহার,
ওহ না থে আ'লম না থা, গর ওহ না হো আ'লম নেহি।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণেই সমগ্র পৃথিবীতে আলোকিত ও বসন্ত, যদি আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে

www.dawateislami.net

তাশরীফ নিয়ে না আসতেন তবে না এই পৃথিবী হতো আর না এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতো।

এয় কেহ তেরা উজুদ হে, ওয়াজহে করারে দো জাহাঁ
এয় কেহ তেরী নুমুদ হে, যী'নতে বযমে কায়েনাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾৩﴿ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে বার্তা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আমের শা'বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক (হযরত) ইব্রাহিম (খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি যেই সহিফা[১] (অর্থাৎ আসমানি কিতাব) অবতীর্ণ করেন, তাতে এটাও ছিলো: নিশ্চয় তোমার সন্তানদের মধ্যে গোত্রের পর গোত্র হবে, এমনকি **নবীয়ে উম্মি** (অর্থাৎ দুনিয়ায় কারো নিকট শিক্ষার্জন করা ব্যতীত শিক্ষিত নবী), **খাতামুল আম্বিয়া** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ নিয়ে আসবেন।

(আত তাবকাতে কুবরা লিইবনে সাআদ, ১/১৩০। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/২৩৫)

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

১. "সহীফা" আভিধানিক ভাবে ঐ সকল পৃষ্ঠাকে বলা হয়, যার উপর **আল্লাহ**র কালাম লিখা হয়, পরিভাষায় ঐ আসমানি কিতাব, যা পুস্তিকা আকারে নবীদের নিকট এসেছে। (নুরুল ইরফান, ৯৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এয়সা উম্মি কিস লিয়ে মিন্নত কাশে উস্তাদ হো
কিয়া কেফায়াত উস কো اِقْرَاْ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ নেহী

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** নিজেই পড়িয়েছেন, যার উল্লেখ ৩০তম পারার সূরা আলাকে বিদ্যমান, যখন **তাঁকে আল্লাহ পাক** স্বয়ং পড়িয়েছেন তবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন কোন দুনিয়াবী শিক্ষকের দয়া গ্রহণ করবেন, আর **তাঁর "উম্মি"** হওয়া অনেক বড় মুজিযা যে, **তিনি** দুনিয়ায় কারো নিকট পড়েননি কিন্তু **তাঁর** দুনিয়ার সকল জ্ঞান অর্জিত ছিলো।

﴾৪﴿ হযরত আশইয়া عَلَيْهِ السَّلَام কে অহী

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক তাঁর** প্রিয় নবী হযরত আশইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন যে, আমি **নবীয়ে উম্মি**কে প্রেরণ করবো, এই কারণে (অর্থাৎ মাধ্যমে) বধির কান এবং উদাসীন অন্তর আর অন্ধ চক্ষু খুলে দিবো, **তাঁর** জন্ম মক্কায় হবে, হিজরত করার স্থান হলো মদীনা এবং **তাঁর** রাজত্ব **"শাম দেশে"** (অর্থাৎ সিরিয়ায়), আমি অবশ্যই **তাঁর** উম্মতকে

www.dawateislami.net

সকল উম্মতের চেয়ে যা মানুষের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ করবো, **আমি তাঁর** কিতাবে উপর অন্যান্য কিতাবগুলো শেষ করে দিবো এবং **তাঁর** শরীয়তের উপর অন্যান্য শরীয়ত সমূহ এবং সকল দ্বীনের **তাঁর** সকল দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবো। (দালায়িলুন নবুয়ত লিইবনে নাঈম, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩। খাচায়িচুল কুবরা, ১/২৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৫)

কলীম ও নজি মসীহ ও ছফি খলীল ও রাদি রাসূল ও নবী
আতিক ও ওয়াছি গনী ও আলী সানা কি জবাঁ তোমহারে লিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"শাম দেশের রাজত্ব" এর ব্যাখ্যা

হে আশিকানে আখেরী নবী! এখনই যেই হাদীসে পাকে বর্ণিত হলো তাতে এটাও রয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাজত্ব **"শাম দেশে"** হবে, এ ব্যাপারে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতকে ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে একটি মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি: আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) তো হলেন প্রথম ইসলামী বাদশাহ (অর্থাৎ মুহাম্মদী

www.dawateislami.net

সম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ) **তাঁরই** দিকে পবিত্র তাওরাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ طَيْبَةَ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ অর্থাৎ "সেই **নবীয়ে আখিরুজ্জামান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় জন্ম গ্রহণ করবে এবং মদীনায় হিজরত করবে আর **তাঁর** সম্রাজ্য হবে শাম দেশে।" তো আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর বাদশাহী সম্রাজ্য হলেও, কিন্তু কার? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৫৭)

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভি! জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দীক ভি জান্নাতী জান্নাতী
অউর ওমর ফারুক ভি জান্নাতী জান্নাতী
ওসমানে গনী জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা অউর আলী জান্নাতী জান্নাতী
হে হাসান হুসাইন ভি জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালিদাইনে নবী জান্নাতী জান্নাতী
হার যাওজায়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী
অউর আবু সুফিয়ান ভি জান্নাতী জান্নাতী
হে মুয়াবীয়া ভি জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

﴾৫﴿ হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام কে অহী

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুহাম্মদ বিন কাআব কুরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করেন: আমি আপনার সন্তানদের মধ্যে বাদশাহ ও আম্বিয়ায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ করতে থাকবো, এমনকি **মহা সম্মানিত নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠাবো, **যাঁর** উম্মত বায়তুল মুকাদ্দাস সুউচ্চ ভাবে নির্মাণ করবে এবং **তিনি** হলেন **"সর্বশেষ"** আর তাঁর নাম হলো **"আহমদ"** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(আত তাবকাতিল কুবরা লিইবনে সাআদ, ১/১২৯। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩৫)

খতমে নবুয়ত

সম্পর্কীত শ্লোগান

মুহাম্মদে মুস্তফা সবচে আখেরী নবী
আহমদে মুজতাবা সবচে আখেরী নবী
আমেনাকা লাডলা সবচে আখেরী নবী
শাহে হার দোসরা সবচে আখেরী নবী
তাজেদারে আম্বিয়া সবচে আখেরী নবী
হে হাবীবে কিবরিয়া সবচে আখেরী নবী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সবচে আখেরী নবী — হে শাফিউল ওয়ারা
সবচে আখেরী নবী — হে ইয়াকিনে আয়েশা
সবচে আখেরী নবী — আকীদা সব সাহাবা কা
সবচে আখেরী নবী — আকীদা আহলে বাইত কা
সবচে আখেরী নবী — আকীদা গাউসে পাক কা
সবচে আখেরী নবী — আউলিয়া নে ভী কাহা
সবচে আখেরী নবী — শায়খ ও শাব নে কাহা
সবচে আখেরী নবী — বাচ্চা বাচ্চা বোল উঠা
সবচে আখেরী নবী — হে আকীদায়ে রযা
সবচে আখেরী নবী — নারা হে আত্তার কা

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ, শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, উরশ এবং জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুলের লিফলেট বন্টন করে সাওয়া অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, সংবাদ পত্রের হকার বা শিশুদের মাধ্যমে নিজের মহল্লার প্রতিটি ঘরে সামর্থ্য অনুযায়ী পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট প্রতি মাসে পৌঁছে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

মদীনার বিরহ, বকী, মাগফিরাত এবং বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশিত্বের প্রত্যাশী

১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিঃ
14-10-2022

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে মজীদ		যিকরিল মউত	আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত
কানযুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	আল আসতাযকার	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
তাভীলাতে আহলে সুন্নাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	শরহে মুসলিম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী	আশিয়াতুল লুমআত	কোয়েটা
সীরাতুল জিনান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী	নুযহাতুল কারী	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	মিরাত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
মুসলিম	দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরুত	শামায়িলে তিরমিযী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	দালায়িলুন নবুয়ত লিল বাইহাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির বৈরুত	দালায়িলুন নবুয়ত লিআবী নাঈম	মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	খাচায়িচুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
দারামী	দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরুত	শরহে শেফা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদে আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	শানে হাবীবুর রহমান	নাঈমী কুতুব খানা, পাকিস্তান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

মু'জামু কবীর	দারূল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	তাবকাতে কুবরা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জামু আওসাত	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	তারিখে বাগদাদ	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জামু সগীর	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারূল ফিকির, বৈরুত
মুসনাদে শামিয়িন	মওসাসাতুর রিসালা, বৈরুত	তারিখে দামেশ	দারূল ফিকির, বৈরুত
মুস্তাদরিক	দারূল মারেফা, বৈরুত	আল কামিল	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদে আবু ইয়ালা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোয়ায়ে আলমগিরী	দারূল ফিকির বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
শুয়াবুল ঈমান	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	শরহুস সুদুর	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	মুন্তাখাব হাদীসে	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আস সুন্নাহ	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	হাদায়িকে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আল আওয়ায়িল	দারূল ফুরকান, বৈরুত	আল মালফুয	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْن۔

১টি খেজুরের শাস্তি

বায়তুল মুকাদ্দাসে কিছু লোক নফল নামায আদয় করার পর বসে ছিলো, এক বুযুর্গ বললেন: ইব্রাহীম বিন আদহাম ৪০ দিন যাবৎ ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। এটা শুনতেই তিনি আরয করলেন: হযরত! আপনি সত্য বলেছেন, কিন্তু কি কারণে আমার ইবাদতের স্বাদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে? বললেন: তুমি অমুক দিন বসরায় খেজুর ক্রয় করেছিলে, ঐখানে বিক্রেতার একটি খেজুর নিচে পড়ে গিয়েছিলো, তুমি তোমার খেজুর মনে করে তা উঠিয়ে নিয়ে নিজেই রেখে দিলে। (ঐ খেজুর তোমার ইবাদতের স্বাদ ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালো) হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি খেজুর ক্ষমা করানোর জন্য বসরায় সফর শুরু করলেন এবং ক্ষমা করিয়ে নিলেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net